মেহেরপুরে শিশু ও নারী নির্যাতন দমণ আইনে ৪ টিসহ ৬ টি মামলা

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় মেহেরপুর জেলার পৃথক তিনটি উপজেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ৪ টিসহ মোট ৬ টি মামলা দায়ের হয়েছে।

মামলাগুলোর মধ্যে গাংনী থানায় শিশু নারী নির্যাতন দমণ আইনে ৩ টি, একই আইনে মুজিবনগর থানায় ১ টি, মারামারির অভিযোগে মেহেরপুর সদর থানায় ২টি মামলা হয়েছে। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে মুজিবনগর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনে হওয়া মামলায় এউপজেলার বল্লভপুর গ্রামের সামিয়েল মন্ডলের ছেলে খোকন মন্ডল
(৫৫) ও একই গ্রামের বিভুদান মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল (২৫) এবং গাংনী থানা পুলিশ গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শামীম রেজাকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানায় তিনটি মামলার মধ্যে কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া এলাকায় এক শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে দায়ের করা এজাহারটি তদন্ত সাপেক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানিয়েছেন।

গাংনীতে মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের মুন্সিপাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ দিয়েছেন এক শিশুর মা।

আজ রবিবার (১২ জুন) দুপুরের দিকে ওই শিশুটির মা গাংনী থানায় হাজির হয়ে এই অভিযোগটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এখলাছুর রহমান কাজিপুর গ্রামের পোস্ট অফিস পাড়া এলাকার একরামুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, শিশুটির মায়ের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেহেতু শিশুটির বয়স মাত্র ৭/৮ বছর। তার শারীরিক গঠণও অত্যন্ত ক্ষিণ। এছাড়া মেয়ের মা বলেছেন, আমার মেয়েকে ওই শিক্ষক বলেছে এখানে সুয়ে পড়ো।

কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের (৭নং) ওয়ার্ডের সদস্য মহন আলী জানান, গতকাল শনিবার (১১ জুন) সকালের দিকে এখলাছুর রহমান শিশুটিকে পাঁকা কাঁঠাল খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে যায়। পরে সেখানে শিশুটির জামা কাপড় খোলার চেষ্টা করলে শিশুটি চিৎকার দেই। শিশুটির চিৎকারে লোকজন জড়ো হলে মাদ্রসা শিক্ষক এখলাছুর রহমান পালিয়ে যায়।

এঘটনায় ওই শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে আমার কাছে আসেন। আমি মেটানোর চেষ্টা করেছি। পরে চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যায় ওই পরিবারটি।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন বলেন, আজকে ওই পরিবারটি আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। এছাড়া গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করেন।

গতকাল থেকে বিচারের নামে কালক্ষেপন করায় ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মহন আলী উপরে।

আজ রবিবার সকালের দিকে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। তবে, মহন আলী মেম্বর বলেন, বিচারের জন্য আমার কাছে আসায় আমি তাদের থানার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছি।

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় মাদক মামলায় সুজন মণ্ডল (২৮) নামে এক যুবকের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে, আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

রোববার (১২ জুন) দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এ রায় দেন।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সুজন মণ্ডল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চর সোনাতলা গ্রামের মৃত সাদেক মণ্ডলের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় সুজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই সকাল ৯টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার চরদিয়াড় গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় ঈদগাহ ময়দানের সামনে মাদক বিরোধী অভিযানে সুজন মণ্ডলের কাছে থাকা একটি প্লাস্টিক বস্তা থেকে ২৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে দৌলতপুর থানা পুলিশ। এ ঘটনায় সেদিনই তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা হয়।

আসামির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ২৯ এপ্রিল আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাইফুল ইসলাম। ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯(১) টেবিল ৩(খ) ধারার অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আসামিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মাদক মামলায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আসামি সুজন মণ্ডলকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সুজন মণ্ডল একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। শুধু মাদক ব্যবসায়ী নয়, তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে ইভটিজিং ও সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযান শুরু

সড়ক দুর্ঘটনা ও পথে পথে ইভটিজিং প্রতিরোধে এবার মাঠে নামলেন মেহেরপুরের ট্রাফিক পুলিশ। শহরের মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে চলছে অভিযান।

আজ শনিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের সকারী মহিলা কলেজের সামনে এবং সরককারী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এই অভিযান চালান তারা।

মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট আল-আমিন হোসেনের নেতৃত্বে একটি টীম এ অভিযানে অংশ নেন। মোটরসাইকেল নিয়ে অযাথা ঘুরাঘুরি করা ও বৈধ কাগজপত্র না থাকায় এবং কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া একটি মোটরসাইকেলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন টিএসআই মোকাররম হোসেনসহ ট্রাফিক পুলিশের একটি টীম।

এ ধরনের অভিযান প্রতিদিনই চলবে জানান মেহেরপুর ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট আল-আমিন হোসেন। তিনি জানান, সড়ক দূর্ঘটনা রোধে এবং ইভটিজিং কমাতেই এ ধরনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় অন্য ব্র্যান্ডের চাউল প্রস্তুত করার অপরাধে লাখ

টাকা জরিমানা

দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযান চালিয়ে অন্য ব্র্যান্ডের চাউল প্রস্তুত করার অপরাধে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর।

শনিবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক মোঃ ইব্রাহিম হোসেনের নেতৃত্বে ও জেলা খাদ্য অফিসের সহযোগীতায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নিজের মিলে অন্য ব্যান্ডের চাউল প্রস্তুত করার অপরাধে মেসার্স গ্রাম সরকার অটো রাইচ মিলকে ৫০হাজার ও ভিআইপি অটো রাইচ মিলকে ৫০হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

এসময় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবির নাথ চৌধুরী, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলসহ র্যাব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ২২পিচ ফেনসিডিলসহ আরাফাত হোসেন (৩২) ও সোহেল রানা (৩০) নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে উপজেলার চটকাবাড়িয়া ও গোপিনাথপুর মাঠের ক্যানেলের সড়কের ওপর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আরাফাত হোসেন ঝিনাইদহ শহরের ওয়ারলেস পাড়া এলাকার জাহিদুল ইসলামের ছেলে ও সোহেল রানা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে। পুলিশ জানায়, ওই এলাকায় মাদকের কারবার হচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তারা মাদকের কারবারের সাথে জড়িত

ছিল।

ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আলমডাঙ্গা এলাকা থেকে একটি মাদকের চালান আসছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে মোটরসাইকেল আরোহী ওই দুই যুবককে তাড়া করে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের সাথে থাকা একটি কাগজের কার্টুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ২২পিচ ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। মাদকের মামলায় তাদেরকে কোর্টহাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে ১০ কেজি গাঁজাসহ কিশোর আটক

গাংনী থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজাসহ নাইম ইসলাম (১৯) নামের এক কিশোরকে আটক করেছে।

আটক নাইম ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মশাউড়া গ্রামের বাবর আলী ছেলে।

আজ শুক্রবার (১০ জুন) ভোর সাড়ে ৫ টার সময় গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের নাটনাপাড়া ঘাট এলাকা থেকে তাকে আটক করেন।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আশরাফ সঙ্গীয় ফোর্সসহ এ অভিযান চালান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মাদকের একটি বড় চালান সীমান্ত পেরিয়ে নাটনাপাড়া ঘাট হয়ে আসছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টীম সেখানে অবস্থান নেন। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে নাইম ইসলামকে গাঁজাসহ আটক করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আটক নাইম ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে ৯ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালালো চল্লিশোর্ধ খলিল

৯ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালালো চলিশোর্ধ বয়সী খলিলুর রহমান। এঘটনায় স্থানীয় জনতা তাকে হাতে নাতে আটক করে উত্তম মাধ্যম শেষে তুলে দিলেন পুলিশে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকায় বুধবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে।

আটক খলিলুর রহমান (৪৬) হাড়িয়াদহ গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার মৃত পাতান শেখের ছেলে। পেশায় সে আইসক্রিম বিক্রেতা।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে খলিলুর রহমানের নামে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান ৯৯৯ নাইনের কল পেয়ে খলিলুর রহমানকে উদ্ধার করে থানায় নেয়া হয়। আটক খলিলুর রহমানকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে।

স্থানীয়রা জানান, ওই শিশুটিকে আইসক্রিম খেতে দেওয়ার নাম করে তার বাড়িতে ডেকে নেন খলিল। পরে বাড়ির পায়খানার মধ্যে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। শিশুটি চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। এসময় খলিলকে আটক করে একটি ঘরে আটকিয়ে রেখে ৯৯৯ ফোন দেন।

পরে দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশ হাড়িয়াদহ গ্রামে গিয়ে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেন। শিশুটিকে উদ্ধার করে মেডিকেল টেষ্ট করার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শৈলকুপা জনতা ব্যাংক থেকে প্রতারণা করে ৪ লাখ টাকা নিয়ে উধাও প্রতারক চক্র, আটক ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপার হাইস্কুল মার্কেটে অবস্থিত জনতা ব্যাংক শাখায় প্রতারণা করে ৪ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে ৩ প্রতারক চক্র। বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে ।

এঘটনায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সুমী বেগম নামে এক মহিলা প্রতারককে আটক করলেও বাকি সদস্যরা পলাতক রয়েছে। আটক সুমি বেগম খুলনার তেরখাদা উপজেলার নলিয়ারচর ইউনিয়নের বলরধনা গ্রামের কামাল হোসেনের স্ত্রী।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকাল ১০টার দিকে শৈলকুপা জনতা ব্যাংক শাখায় অতিরিক্ত ভিড় থাকে। সেই ফাঁকে প্রতারক চক্রের ৬/৭ সদস্য ঢুকে লাইনে দাড়ায়।

এরপর ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সের টাকা এসেছে বলে দাবী করে। এভাবে ৬ জনের মধ্যে ৪ জন প্রায় ৪ লক্ষাধীক টাকা উত্তোলন করে।

প্রত্যকের টাকার পরিমান ছিল গড়ে ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ ১০ হাজারে মতো। পরে চতুর্থ জন মহিলাকে টাকা দেওয়ার পর ভাউচার দেখে তাদের সন্দেহ হয়। তবে তার আগেই মহিলাসহ প্রতারক চক্র টাকা নিয়ে বের হয়ে যায়। খোজাখুজির পর পৌর এলাকার বৈকালিন দুধ বাজার থেকে মহিলাকে আটক করা হয়। তবে অপর ৩ প্রতারক পালিয়ে যায়।

এব্যাপারে শৈলকুপা জনতা ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক শাহীনুর ইমলাম বলেন, প্রতারক চক্র টাকা উত্তোলনের ২টা ধাপ নিজেরাই জাল স্বাক্ষর করে ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করে।

আমাদের অসাবধানতার কারনে এরকম ঘটনা ঘটেছে। আটককৃত মহিলা আমাদের ব্যাংক হেফাজতে আছে। সন্ধ্যার ভিতর টাকা উদ্ধার না হলে আইনগত

ব্যবস্থা নিবো ইনশাআল্লাহ।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে ২ প্রতিষ্ঠানকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রবিবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর। এসময় শহরের হাজী মোড়ের মেসার্স স্টার মেডিকেলকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও হাইরোডে অবস্থিত মেসার্স মোল্লা ফার্মেসিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। এসময় পুলিশি নিরাপত্তার সার্বিক সহযোগীতা করেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।